রাজধানীতে কোরবানীর হাট কাল শুরু

ইতোমধ্যেই পশুর সমাগম হয়েছে ক্রেতা কম প্রথম দিকে দাম একটু বেশি

মিথুন কামাল ঃ রাজধানীর কোরবানীর পশুর হাটগুলো আগামীকাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। তবে এরই মধ্যে হাটগুলোতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোরবানীর পশু আনা শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে জমে উঠছে রাজধানীর পশুরহাট। আর মাত্র চারদিন পরই পবিত্র ঈদুল আযহা। রাজধানীর বেশ কয়েকটি হাট ঘুরে দেখা গেছে, ক্রেতা কম। বিক্রিও কম। ক্রেতারা কম দামের আশায় এত আগে কোরবানীর পশু কিনতে চাচ্ছেন না। নয়াবাজার পশুরহাটে আসা নজমুল হক জানালেন, প্রতিদিনই আসি। পশুর দাম দেখে যাই। অন্যবারের তুলনায় দাম একটু বেশি মনে হয়। হাটের ইজারাদার, বেপারি ও ক্রেতাদের ধারণা, আগামীকাল থেকে পুরোদমে হাট জমে উঠবে। রাজধানীর হাটগুলোতে ক্রেতা-বিক্রেতাদের আকর্ষণের জন্য আলোকসজ্জাসহ নানা রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন ইজারাদাররা।

উল্লেখ্য, পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে রাজধানীর ভেতরে ১১টি স্থানে ঢাকা সিটি করপোরেশন অস্থায়ী পশুরহাট ইজারা দিয়েছে। হাটগুলো হচ্ছে, আরমানিটোলা খেলার মাঠ, ঝিকাতলা-হাজারীবাগ মাঠ, ব্রাদার্স ইউনিয়ন সংলগ্ন খালি জায়গা, মেরাদিয়া বাজার, তালতলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন খালি জায়গা, আগারগাঁও বস্তির খালি জায়গা, ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডের আউটফল স্টাফ কোয়ার্টারের পাশে ডিসিসির খালি জায়গা (ধলপুর হাট), রহমতগঞ্জ মাঠ, ধূপখোলা মাঠ, খিলক্ষেত বনরূপা আবাসিক এলাকার খালি জায়গা এবং শাহজাহানপুর।

শ্যামপুর থানাধীন দোলাইপাড় স্কুল মাঠের হাটটিতে কোরবানীর পশু আনা শুরু হয়েছে। হাট দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন হাবিবুর রহমান হাবু, কাজী মাফুফ, লিয়াকত, মুক্তি। তারা জানালেন, আশপাশে এবার কোন হাট নেই। একারণে এবার এই হাট জমবে। তারা আরও জানান, আগামীকাল থেকে পুরোদমে কোরবানীর পশু বিক্রি শুরু হবে। বেপারিদের জন্য এবার তারা বেশকিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। হাটের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ রয়েছে। এছাড়া ইজারাদারের নিজস্ব ৩০০ স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব পালন করছে। বেপারিদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ পশু ওঠানামার জন্য ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই হাটে সাধারণত ফরিদপুর-শরিয়তপুর থেকে কোরবানীর পশু আনা হয়ে থাকে। রাস্তায় চাঁদাবাজি নেই বলে গরুর দাম সুবিধাজনক থাকবে বলে হাটের ইজারাদার মনে করেন।

মশিয়ার সিরাজুলসহ ৫ জন বেপারি ঝিনাইদহ থেকে ধুপখেলা মাঠের হাটে কোরবানীর পশু এনেছেন। প্রায় একশ' গরু এনেছেন তারা। প্রায় ৭ বছর যাবত এ হাটেই তারা কোরবানীর পশু বিক্রি করে থাকেন। মশিয়ার জানান, এবার প্রতি গরুতে ৫/৬ হাজার টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে। ভুষি ও খৈলসহ অন্যান্য খাবারের দাম বেশি হওয়ায় প্রতিটি গরু লালন-পালন করতে তাদের বেশি খরচ হয়েছে। আগে ৫০ টাকার খৈল ভুষিতে ১ সপ্তাহ চললেও এবার খরচ হচ্ছে দ্বিগুণ। এছাড়া যাতায়াত খরচও বেড়ে গেছে।

আলোকসজ্জা, মাইকিং, স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য স্বতন্ত্র পোশাকসহ দৃষ্টিনন্দন বেশকিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন ধোলাইখাল হাটের ইজারাদার। বেপারি ও ক্রেতাদের কথা বিবেচনা করে ইজারাদার মোহাম্মদ আলী এসব ব্যবস্থা নিয়েছেন। পুলিশ ক্যাম্প, কমিউনিটি পুলিশ, সার্বক্ষণিক ডাক্তার, বিশুদ্ধ পানি এবং পাইকারদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ–সব ব্যবস্থাই রয়েছে এ হাটে। এমনকি অনলাইন ব্যাংকিং, গাড়ী পার্কিংয়ের ব্যবস্থার কথাও জানালেন পরিচালক সারোয়ার হাসান আলো। তিনি বলেন, নয়াবাজার ছাড়া এ এলাকায় কোন হাট না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ধোলাইখাল হাটের গুরুত্ব বেশি। আজ থেকেই হাট জমবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ফরিদপুরের ভাঙা থেকে কোরবানীর পশু এনেছেন কুদ্দুস মুন্সিসহ ৫/৬ জন বেপারি। তারা জানান, গত ৫/৭ বছর যাবত কমলাপুর হাটে পশু বিক্রি করলেও এবার প্রথম তারা এ হাটে পশু এনেছেন। ব্যবসায়ী এলাকা হিসেবে খ্যাত পুরনো ঢাকার এ হাটে তারা ভাল দামে পশু বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ কোরবানীর পশুরহাট হচ্ছে নয়াবাজার। ঢাকা সিটি করপোরেশন প্রতি বছর এই হাটটি সবচেয়ে বেশি টাকায় ইজারা দিয়ে থাকে। এ হাটে প্রতি বছর কোরবানীর পশু আনেন শুক্কুর হাওলাদার। তিনি

জানান, ফরিদপুর থেকে এবারও তিনি ৬টি বলদ এনেছেন। প্রতিটি বলদ তিনি ৫ লাখ টাকা করে দাম হাকাচ্ছেন। সার্বিক বিচারে এবার ভাল দাম পাবেন বলে তিনি আশা করেন।